একটি ব্যথা

খুশীর বার্তা যখন সকলের দ্বারে পৌঁছে গিয়েছিল, খুশী শশীর আগমনে পুত্র তখন মাতাকে আবেগভরা কণ্ঠে বলল, 'মা, মা! কুরবানী কবে হবে?'

মাতা পুত্রের প্রতি সস্নেহে দৃক্‌পাত ক'রে দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আর ন'দিন পর বাবা।'

পুত্র তাদের বাড়ির পাশে বেণুবনের ফাঁকে দিগন্ত প্রসারী গগণমার্গে দৃষ্টি আবর্তন ক'রে কি বলতে গেল। পরক্ষণে বুঝতে পারল, মাতার মনে আকাশে যেন কত চিন্তার তারকা উদিত হয়েছে। ধীরে ধীরে নিরাশ হিয়ার আন্দোলনে যেন পৃথিবীটাও আন্দোলিত হচ্ছিল। সে লক্ষ্য করল, মাতার স্নেহময় নয়ন দু'টি থেকে অশ্রুবারি গড়িয়ে তার গণ্ডে নেমে এল। মাতা কেঁদে উঠল কেন? ব্যথা? কিসের ব্যথ্যা? সে কথা কি ছোট শিশু অনুভব করতে পারে?

অবুঝ শিশুটি বলে উঠল, 'মা! এ ঈদে আমাকে জামা কিনে দেবে না?'

মাতা চোখের পানি শাড়ি দিয়ে মুছে পুত্রকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বেশ বাবা! গাঁয়ে জোলা এলে কিনে দেব।'

শিশুর মনে তখন আনন্দের সীমা নেই। আহা! কি মজা না হবে! নতুন জামা পরে প্রতিবেশী বন্ধুদের সাথে ফুলবাগানে ঈদের নামায পড়তে যাবে! ফিরে এসে ক্ষীর-সেমাই ও গোশ্‌ত-রুটি খাবে।

কিন্তু হায়রে! সে ঈদেও তার চোখে পানি!

মহিষাডহরী, ১৩৯০ বাংলা